'মনের মাধুরী দিয়ে নগর ভবন সাজিয়েছিলেন আনিসুল হক'

নিজস্ব প্রতিবেদক

মেয়র আনিসুল হকের শূন্য চেয়ার। সর্বশেষ গত ২৭ জুলাই এই চেয়ারে বসে কাজ করেছিলেন তিনি l ছবি : প্রথম আলো

গুলশান-২-এর ৪৬ নম্বর রোডের নগর ভবন। ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) প্রধান কার্যালয়। প্রথম দেখায় মনে হবে, এটা বোধ হয় কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের। কারণ, এটি নান্দনিক নকশায় তৈরি করা হয়েছে। তার চেয়ে আরও পরিপাটিভাবে সাজানো সদস্য প্রয়াত মেয়র আনিসুল হকের দপ্তর।

গত ২৭ জুলাই এই দপ্তরে শেষবারের মতো দাপ্তরিক কাজ করেছিলেন আনিসুল হক। সংস্থাটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, নিজের মনের মাধুরী দিয়ে নগর ভবনটি সাজিয়েছিলেন আনিসুল হক। এর মাধ্যমে তিনি নগরবাসীকে একটি তথ্য দিতে চেয়েছিলেন। সেটা হলো এমন আধুনিক ও দৃষ্টিনন্দন নগরী তিনি নাগরিকদের উপহার দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর সেই স্বপ্ন পুরোপুরি বাস্তবায়ন করে যেতে পারেননি। গত বৃহস্পতিবার রাতে যুক্তরাজ্যের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে নয়টা। প্রায় চার মাস পর আনিসুল হকের দপ্তরটি সাংবাদিকদের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। পরে তাঁর দৃষ্টিনন্দন দপ্তরটি ঘুরে দেখান ডিএনসিসির কর্মকর্তারা। দেখা যায়, মেয়র দপ্তরসহ পুরো নগর ভবনটি পরিপাটিভাবে সাজানো। মেয়রের দপ্তরের সামনে আগন্তুক নাগরিকদের বসার জন্য বিশাল বড় লবি। চারপাশে দেয়ালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ কবি, সাহিত্যিকদের ছবি টানানো। তবে পুরো নগর ভবনটি এখন স্তব্ধ। ৪৬ নম্বর রোডের ২৩-২৬ নম্বর ভবনটির অষ্টম, নবম ও দশম তলা নিয়ে নগর ভবন। মেয়র দপ্তর নবম তলায়।

ওসমান গণি মেয়রের দপ্তরের পাশে কনফারেন্স কক্ষেই তার দাপ্তরিক কাজ সারছেন। তবে মেয়রের চেয়ারটি ফাঁকা থাকায় নগর ভবনটিই শূন্য মনে হয়।

prothomalo.com

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
স্বত্ব © ২০২১ প্রথম আলো